Rajshahi University journal of arts & law Vol. 49 (2021) pp. 93-112
ISSN 2309-0898

প্রোথিত ও খনিজ সম্পদের যাকাত : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[১], মো. আশরাফুল ইসলাম[২]

Abstract

The importance of Zakat in Islamic economics is immense. In the Islamic State, it is considered as one of the most institutional measures to establish the fundamental rights of every citizen. Its necessity is essential for the introduction of a balanced economic system. Islamic economists have called such an important issue the backbone of the Islamic state. One of the problems of the present Muslim world is poverty. This poverty alleviation is not just an economic struggle; rather it is an integrated social and political struggle. In the eradication of poverty, modern people have developed new doctrines. But the reality is that no doctrine has fulfilled the aspirations of the people. The Zakat system must be fully implemented to eradicate poverty from society and the state. The Zakat system covers a very wide range. It is obligatory to pay Zakat at a fixed rate on gold, silver, cash, business products and livestock. Similarly, Zakat is obligatory on buried resources and various minerals. Minerals occupy a huge position in the present world. The ups and downs of the economies of different countries depend largely on it. Realizing such importance, the provision of Zakat on the wealth and various minerals entrenched in Islam has been made necessary for a complete system of life. This article discusses the provisions of Zakat on Rikaj and Ma'din briefly.

ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটিকে অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সমস্যা হলো দারিদ্র। এ দারিদ্র দূরীকরণ শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয়; বরং এটি একটি সমন্বিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। দারিদ্র দূরীকরণে আধুনিক বিশ্বে মানুষ নিত্যনতুন বিভিন্ন মতবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো কোন মতবাদই মানুষের সে কাঙ্ক্ষিত আশা পূরণ করতে পারেনি। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দারিদ্র দূরীকরণে যাকাত ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা আবশ্যক। যাকাত ব্যবস্থা অত্যন্ত বৃহৎ পরিসর নিয়ে ব্যাপ্ত। স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ সম্পদ, ব্যবসায়িক পণ্য, চতুষ্পদ জন্তুর উপর নির্দিষ্ট হারে যাকাত প্রদান ফরয। অনুরূপভাবে প্রোথিত সম্পদ ও বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের উপরও যাকাত ফরয। বর্তমান বিশ্বে খনিজ দ্রব্য একটি বিশাল অবস্থান দখল করে রেখেছে। বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির উত্থান-পতন অনেকাংশে এর উপর নির্ভরশীল। এরূপ গুরুত্ব অনুধাবনে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামে প্রোথিত সম্পদ ও বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের উপর যাকাতের বিধানকে আবশ্যক করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রোথিত ও খনিজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখপূর্বক এগুলোর উপর যাকাতের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

[১] প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, E-mail: mahbub.ru2011@gmail.com
[২] এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, E-mail: ashrafulislam0609@gmail.com

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (**زَكَاة**) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে **زَكَوَاتٌ**।[১] আভিধানিক অর্থে যাকাত শব্দটি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, বরকত, বর্ধিত হওয়া, অতিরিক্ত, প্রশংসা, সংশোধন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, purification,[৩] purity, honesty, justification[৪] ইত্যাদি। আল-কুরআনে যাকাত (**زَكَاة**) শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾[৫]

-'যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সে-ই সফলকাম হয়েছে।'

পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে খুশি করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ব্যতিত নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী (র) (১২৯৯-১৩৬০ হি.) বলেন,

تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْص لِمُسْتَحَقّه بِشَرَائِطٍ مَخْصُوْصَةٍ[৬]

-'নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে মালিক বানিয়ে দেয়ার নামই হচ্ছে যাকাত।'

যাকাতের বিধান ইসলামী শরী'আতের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন[৭], হাদীস[৮], ইজমা[৯] এবং কিয়াস[১০] দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যাকাত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾[১১]

-'আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।'

নিম্নে প্রোথিত সম্পদ ও খনিজ সম্পদের পরিচয় উল্লেখপূর্বক এগুলোর উপর যাকাতের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. প্রোথিত সম্পদের যাকাত

মাটির নিচে প্রোথিত বিভিন্ন সম্পদের উপর যাকাত ফরয। নিম্নে প্রোথিত সম্পদের যাকাতের নিসাব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রোথিত সম্পদের পরিচয় প্রদত্ত হলো।

প্রোথিত সম্পদের পরিচয়

প্রোথিত সম্পদের আরবী হলো রিকায (**رِكَاز**)। এটি একবচন, বহুবচনে **رِكْزَان** ও **أَرْكِزَة**।[১২] আভিধানিক অর্থে রিকায (**رِكَاز**) শব্দটি গুপ্তধন, আকরিক, ভূগর্ভে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি ধাতব খনি প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৩] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, precious minerals, buried treasures of the earth ইত্যাদি।[১৪]

পরিভাষায়, ভূমিতে প্রোথিত সকল সম্পদকেই রিকায (**رِكَاز**) বলে, চাই তা প্রাকৃতিক বা লুক্কায়িত হোক না কেন।

ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী (র) (৬৩০-৭১১ হি.) বলেন,

الرِّكَازُ قِطَعُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَخْرُجُ مِنَ الأَرض أَو الْمَعْدِنِ.[১৫]

-'রিকায (**رِكَاز**) হলো, স্বর্ণ ও চাঁদির এমন অংশ, যা সাধারণ ভূমি থেকে অথবা মা'দিন থেকে বের করা হয়।'

মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান (র) (১৩২৯-১৩৯৫ হি.) বলেন,

هُوَ المَالُ الْمَرْكُوْز فِي الأَرْضِ مَخْلُوْقًا كَانَ أَو مَوْضُوْعًا فَيعم الْمَعْدِن الْخَلْقِيْ وَالْكَنْزُ الْمَدْفُوْن[১৬]

-'ভূমিতে প্রোথিত সম্পদকেই রিকায (**رِكَاز**) বলে; চাই তা প্রাকৃতিক বা লুক্কায়িত হোক না কেন। এ অর্থের আলোকে রিকায দ্বারা মা'দিন এবং কানয উভয়কেই বুঝাবে।'

ড. ইবরাহীম মাদকূর (১৯০২-১৯৯৬ খ্রি.) ও অন্যান্যরা বলেন,

مَا رَكَزَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الأَرْضَ مِنَ الْمَعَادِنِ فِي حَالَتِهَا الطَّبِيْعِية وَالْكَنْز وَالْمَال الْمَدْفُوْن قَبْل الْإِسْلَامِ[১৭]

-'আল্লাহ্ তা'আলা ভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে যে সম্পদ প্রোথিত করে রেখেছেন তাকেই রিকায (**رِكَاز**) বলে। আর ইসলাম পূর্ব যুগে ভূমিতে লুক্কায়িত সম্পদকে কানয বলে।'

ইব্নুল হুমাম (র) (৭৯০-৮৬১ হি.) বলেন,

اَلْكَنْزُ : اَلْمُثْبتُ فِيْهَا مِنَ الْأَمْوَالِ بِفِعْلِ الْإِنْسَانِ.[১৮]

-'প্রোথিত সম্পদ হচ্ছে মানুষ কর্তৃক সংগৃহীত ও সঞ্চয়কৃত সম্পদ।'

আশ্-শরীফ আল-জুরজানী (র) (৭৪০-৮১৬ হি.) বলেন,

هُوَ الْمَالُ الْمَرْكُوْزُ فِي الْأَرْضِ، مَخْلُوْقًا كَانَ أَوْ مَوْضُوْعًا.[১৯]

-'ভূমিতে প্রোথিত সম্পদকেই রিকায (**رِكَاز**) বলে; চাই তা প্রাকৃতিক বা লুক্কায়িত হোক না কেন।'

ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক বলেন,

مَا رَكَزَهُ اللهُ أَيْ دفنَهُ اللهُ مِنْ مَعْدِن فِيْ بَاطِنِ الْأَرْضِ.[২০]

-'আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-গর্ভে যে সম্পদ প্রোথিত রেখেছেন, তাকে রিকায (**رِكَاز**) বলে।'

মোটকথা, ভূ-গর্ভে প্রোথিত সম্পদকে রিকায (**رِكَاز**) হিসেবে অভিহিত করা হয়। নিম্নে রিকায (**رِكَاز**)-এর বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

প্রোথিত সম্পদে যাকাতের বিধান

রিকায (**رِكَاز**) তথা ভূগর্ভস্থ সম্পদ বলতে বুঝায় যে, পূর্বের যুগের লোকেরা মাটির নীচে মূল্যবান সম্পদ পুঁতে রাখত। কালের আবর্তে পরবর্তী প্রজন্ম কর্তৃক কোন প্রয়োজনে মাটি খুঁড়তে গিয়ে বা চাষ করতে গিয়ে সেগুলো বেরিয়ে আসত।[২১] এক্ষেত্রে উক্ত প্রোথিত সম্পদের উপর যাকাত আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾[২২]

-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।'

ইব্ন কাছীর (র) (৭০০-৭৭৪ হি.) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, স্বর্ণ-রৌপ্য, শষ্য প্রভৃতি যা মুমিনদেরকে ভূমি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন তার মধ্য থেকে উত্তম জিনিস আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করে।[২৩]

ফকীহগণের ঐকমত্যে ভূমিতে প্রোথিত সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব এবং এতে নিসাব ও বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কোন শর্ত নেই; বরং প্রাপ্ত হওয়ার পরেই এর উপর যাকাত আবশ্যক হবে। বর্ষপূর্তির শর্তারোপ না করার কারণ হলো, তা সম্পূর্ণ বর্ধিত সম্পদ। আর বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয় সম্পদ বর্ধিত হওয়ার জন্য।[২৪]

প্রোথিত সম্পদের নিসাব

প্রোথিত সম্পদে নিসাব নির্ধারণের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.), ইমাম মালিক (র) (৯৩-১৭৯ হি.), ইমাম আহমাদ (র) (১৬৪-২৪১ হি.), ইসহাক (র) (৮০-১৫১ হি.) প্রমুখের মতে, প্রোথিত সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন নিসাব নির্ধারিত নেই। অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদ উত্তোলন করা হবে, সে পরিমাণ সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র) (১৫০-২০৪ হি.)-এর প্রথম মতও অনুরূপ।[২৫] এ মতের পক্ষে দলীলসমূহ নিম্নরূপ:

এক. আবূ হুরায়রা (রা) (২২ হি.পূ.-৫৯ হি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ[২৬]

-'চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মৃত্যুবরণ করলে মালিক) দায়মুক্ত। আর রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।' এ হাদীসের বাহ্যিক তাৎপর্যের আলোকে বুঝা যায় যে, প্রোথিত সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন নিসাব নেই।

দুই. প্রোথিত সম্পদ যেহেতু এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণযোগ্য সম্পদ, তাই তার কোন নিসাব হতে পারে না। যেমন গনীমতের মালে কোন নিসাব নির্ধারিত নেই।

তিন. প্রোথিত সম্পদ কোনরূপ ব্যয় ও পরিশ্রম ব্যতিত লাভ হয় বিধায় এতে যাকাত ধার্যকরণে কোন কিছু বাদ দেয়ার প্রশ্ন উঠে না।[২৭]

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর শেষোক্ত মত হচ্ছে, প্রোথিত সম্পদেও নিসাব নির্ধারিত হবে। কেননা তা একটি হক, যা জমি নিঃসৃত সম্পদের উপর ধার্য হয়ে থাকে। তাই তারও নিসাব নির্ধারণ করতে হবে, যেমন খনিজ সম্পদ ও ফসলে নির্ধারণ করা হয়।[২৮]

উপর্যুক্ত দুটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি গ্রহণযোগ্য। কেননা প্রোথিত সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ নিসাব নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল বর্ণিত হয়নি। তাই যে পরিমাণ সম্পদ উত্তোলন করা হবে, সে পরিমাণ সম্পদের উপরই যাকাত প্রদান করতে হবে।

প্রোথিত সম্পদের প্রকারভেদ

হানাফীগণের সর্বসম্মতিক্রমে প্রোথিত সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হলেও এ প্রোথিত সম্পদ তিন ধরনের হতে পারে। আর এ তিন প্রকারের হুকুমও ভিন্ন। যেমন-

এক. প্রোথিত সম্পদে যদি ইসলামী আমলের কোন ছাপ থাকে, তাহলে তা হারানো জিনিসের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা ইসলামী কোন ছাপ থাকার কারণে তা মুসলমানদের সম্পদ বলে প্রতীয়মান হয়। আর মুসলমানদের সম্পদ গনীমতরূপে গণ্য হয় না। সুতরাং তাতে এক-পঞ্চমাংশ বা অনুরূপ অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না; বরং তা হারানো জিনিসরূপে গণ্য হবে। আর হারানো জিনিসের বিধান হলো, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা প্রচার করতে হবে। যদি এ সময়ের মধ্যে মালিক পাওয়া যায়, তাহলে তার নিকট তা সোপর্দ করতে হবে। অন্যথায় প্রাপ্ত ব্যক্তি দরিদ্র হলে সে সাদকা হিসেবে গ্রহণ করবে। আর যদি সে ধনী হয়, তাহলে অন্য কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে তা সাদকা হিসেবে প্রদান করবে।

উক্ত সম্পদ যদি দশ দিরহাম বা তদূর্ধ্ব হয়, তাহলে এক বছর প্রচার করতে হবে। দশ দিরহামের কম হলে তিন মাস এবং তিন দিরহাম থেকে এক দিরহামের মধ্যে হলে একদিন প্রচার করতে হবে। আর পয়সার ক্ষেত্রে ডানে-বামে লক্ষ্য করে কোন ফকীরকে দিয়ে দিতে হবে।

দুই. প্রোথিত সম্পদে যদি জাহিলী যুগের কোন ছাপ থাকে, তাহলে সর্বাবস্থায় এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। অর্জনকারী প্রাপ্ত বয়স্ক হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক, স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম হোক, মুসলমান হোক অথবা যিম্মী হোক; প্রাপ্ত সম্পদ স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, সীসা কিংবা অন্য যেকোনো দ্রব্যই হোক না কেন এবং এ প্রোথিত সম্পদ নিজ মালিকানাধীন জমি কিংবা অন্যের মালিকানাধীন জমি অথবা মালিকানামুক্ত কোন পতিতে জমিতে প্রাপ্ত হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করার পর অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ সম্পদ কে প্রাপ্ত হবে সে সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে।

ক. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) (১১৩-১৮২ হি.)-এর মতে, অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ প্রাপক প্রাপ্ত হবে। চাই সে উক্ত জমির মালিক হোক বা না হোক। কেননা অধিকার লাভ হয় পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে। আর পূর্ণ সংরক্ষণ প্রাপকের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশের হকদার সে-ই হবে।

খ. ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) (১৩২-১৮৯ হি.)-এর মতে, অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ ঐ ব্যক্তি প্রাপ্ত হবে, যাকে দেশ জয়ের প্রাক্কালে মুসলিম শাসক জমিটির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন এবং তার সীমানা চিহ্নিত করে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশের হকদার এ ব্যক্তিই হবে। আর তার অনুপস্থিতিতে তার উত্তরাধিকারীগণ এর মালিক হবে। এভাবে চলতে থাকবে। কেননা দেশ জয়ের পর প্রথমে তারই কবজ এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এ কারণে সে ভূ-গর্ভস্থ সম্পদেরও মালিক হবে। যদিও তার কবজ ভূ-পৃষ্ঠের উপর সম্পন্ন হয়েছে। যেমন- কেউ মাছ শিকার করল, আর তার পেটে মুক্তা পাওয়া গেল। অতঃপর এ জমি অন্যের নিকট বিক্রি করার কারণে প্রোথিত সম্পদ তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে না। কেননা তা মাটির নিচে রক্ষিত আমানত। খনিজ দ্রব্যের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা জমিনের অংশবিশেষ। সুতরাং তা ক্রেতার মালিকানায় স্থানান্তরিত হবে। আর জমিটি প্রথমে যার নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার পরিচয় না পাওয়া গেলে ইসলামী আমলের যে দূরতম মালিকের সন্ধান পাওয়া যাবে, তার নিকটেই এর মালিকানা সোপর্দ করতে হবে।

তিন. প্রোথিত সম্পদে যদি ছাপ অস্পষ্ট থাকে অর্থাৎ তা ইসলামী না জাহিলী যুগের তা নির্ণয় করা না যায়, তাহলে এ সম্পর্কে দুটি মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. যাহিরী মাযহাব অনুসারে এরূপ সম্পদ জাহিলী যুগের বলে গণ্য করা হবে। কেননা সেটাই মূল অবস্থা।

খ. আবার কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের এ যুগে সেটি ইসলামী যুগের বলে ধর্তব্য হবে। কেননা ইসলামী যুগও প্রবীণ হয়ে গেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা কাফির কর্তৃক প্রোথিত নয়; বরং মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক প্রোথিত।[২৯]

প্রোথিত সম্পদের যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র

প্রোথিত সম্পদ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম শাফি'ঈ (র) ও ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্রই প্রোথিত সম্পদের ব্যয়ক্ষেত্র। কেননা 'আলী (রা) প্রোথিত সম্পদের প্রাপককে নির্দেশ দিয়েছিলেন মিসকীনদের জন্য ব্যয় করতে। যেহেতু তা জমি থেকেই পাওয়া গেছে। অতএব তা ফসল ও ফলের সমতুল্য।

খ. ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম আহমাদ (র)-এর অন্য মতে এবং সাধারণ ফকীহগণ বলেছেন, ফাই[৩০] সম্পদের ব্যয়ক্ষেত্রই তার ব্যয়ক্ষেত্র। অর্থাৎ তা রাষ্ট্রের সাধারণ বাজেটভুক্ত হবে। কেননা শা'বী (র) বলেছেন, এক ব্যক্তি মদীনার বাইরে মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় এক হাজার দীনার পেয়েছিল। তা নিয়ে 'উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ দুইশ দীনার গ্রহণ করে অবশিষ্ট সম্পদ সেই ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। গৃহীত এই দুইশ দীনার তিনি উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তির প্রাপ্ত সম্পদে সকলকেই অংশীদার বানালেন। শেষে কিছু অতিরিক্ত হওয়ার দরুণ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, প্রাপক ব্যক্তি কোথায় গেল? লোকটি সম্মুখে দাঁড়ালে তিনি বললেন, তুমি এসব দীনার নিয়ে যাও, এসব তোমার।

ইব্ন কুদামাহ (র) বলেন, তা যদি যাকাত হতো, তাহলে তা যাকাত পাওয়ার অধিকারী লোকদেরই দেয়া হতো। উপস্থিত সাধারণ লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করা হতো না এবং অবশিষ্টাংশ প্রাপককে ফেরত দেয়া হতো না।[৩১] সুতরাং ফাই সম্পদের ব্যয়ক্ষেত্রই প্রোথিত সম্পদের ব্যয়ক্ষেত্র হিসেবে ধর্তব্য।

২. খনিজ সম্পদের যাকাত

প্রাকৃতিক বিভিন্ন খনিজ সম্পদের উপর যাকাত ফরয। নিম্নে খনিজ সম্পদের যাকাতের বিধান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে খনিজ সম্পদের পরিচয় প্রদত্ত হলো।

খনিজ সম্পদের পরিচয়

খনিজ বা ভূ-গর্ভস্থ সম্পদকে মা'দিন (**مَعْدِن**) বলা হয়। মা'দিন (**مَعْدِن**) শব্দটি একবচন, বহুবচনে **مَعَادِن**।[৩২] আভিধানিক অর্থে মা'দিন (**مَعْدِن**) শব্দটি খনি, উৎসমূল, খনিজ পদার্থ, ধাতু প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৩৩] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, mine, lode, metal, mineral, treasure-trove ইত্যাদি।[৩৪]

পরিভাষায়, আল্লাহ্ তা'আলা ভূগর্ভে যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ লুক্কায়িত রেখেছেন, তাকে মা'দিন (**مَعْدِن**) বলে।

ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী (র) বলেন,

المَعادِنُ: الْمَوَاضِعُ الَّتِي يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا جَوَاهِرُ الأَرض[৩৫]

-'প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের স্থানসমূহকে মা'আদিন (**مَعَادِن**) বলে।'

মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান (র) বলেন,

الْمَعْدِنُ هُوَ مَنْبَتُ الْجَوَاهِرِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيْدٍ وَنَحْوِهَا[৩৬]

-'স্বর্ণ-চাঁদি, লৌহ ও অন্যান্য ধাতব বস্তুর উৎপত্তিস্থলকে মা'দিন (**مَعْدِن**) বলে।'

ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক বলেন,

اَلْمَعْدِنُ: اَلْجَوَاهِرُ الْمُسْتَخْرَجَةُ مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ كَالْحَدِيْدِ وَالرصَاصِ وَنَحْوِهِمَا[৩৭]

-'ভূ-গর্ভ থেকে উত্তোলিত লৌহ, সীসা প্রভৃতি ধাতব বস্তুকে মা'দিন (**مَعْدِن**) বলে।'

ইব্নুল আছীর (র) বলেন,

اَلْمَعَادِنُ : اَلْمَوَاضِعُ الَّتِيْ تُسْتَخْرَجُ مِنْهَا جَوَاهِرُ الْأَرْضِ، كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنحاسِ وَغَيْرَ ذَلِكَ.[৩৮]

-'খনি বলতে বুঝায় সেসব ক্ষেত্র, যেখান থেকে জমি নিঃসৃত মহামূল্য সম্পদ নিষ্কাশন করা হয়। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি।'

ইব্নুল হুমাম (র) বলেন,

اَلْمَعْدِنُ اَلْمَكَانُ بِقيدِ الْإِسْتِقْرَارِ فِيْهِ، ثُمَّ اِشْتَهَرَ فِيْ نَفْسِ الْأَجْزَاءِ الْمُسْتَقَرةِ الَّتِيْ رَكَبَهَا اللهُ تَعَالَي فِي الْأَرْضِ يَوْم خَلْق الْأَرْضِ.[৩৯]

-'প্রতিটি জিনিসের অবস্থিতি স্থানকেই খনি বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম ভূসৃষ্টির দিন থেকে যেসব স্থানে মহামূল্য সম্পদরাশির স্থিতি স্থাপন করেছেন, তা-ই খনি নামে অভিহিত।'

ইব্ন কুদামাহ (র) (৫৪১-৬২০ হি.) বলেন,

هُوَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ مِمَّا يَخْلُقُ فِيْهَا مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ قِيْمَةٌ.[৪০]

-'জমির মধ্য থেকে যেসব মূল্যবান সম্পদ নির্গত হয়, তাই কানয ও রিকায নামে অভিহিত হয়।'

ড. ইবরাহীম মাদকূর ও অন্যান্যরা বলেন,

الْمَعْدن مَكَان كل شَيْء فِيهِ أَصله ومركزه وَمَوْضِع اسْتِخْرَاج الْجَوْهَر مِنْ ذَهَبٍ وَنَحْوَه وَالْفلز[৪১]

-'প্রত্যেক এমন বস্তুর স্থানকে মা'দিন (**مَعْدِن**) বলা হয়, যেখানে উক্ত বস্তুর উৎস, কেন্দ্র অবস্থিত এবং সেখান থেকে মণি-মুক্তা, স্বর্ণ ও অনুরূপ অন্য ধাতব বস্তু উত্তোলন করা হয়।'

মোটকথা, ভূগর্ভে লুক্কায়িত যে সকল সম্পদের মূল্য রয়েছে, তাদেরকে মা'দিন (**مَعْدِن**) বলে। নিম্নে মা'দিন (**مَعْدِن**) তথা খনিজ সম্পদের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

রিকায ও মা'দিনের তুলনামূলক আলোচনা

রিকায ও মা'দিনের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণে কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, মানুষ কর্তৃক মাটির নীচে পুঁতে রাখা সম্পদকে কানয (**كَنْز**) বলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির দিন মাটির মধ্যে যা সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাকে মা'দিন (**مَعْدِن**) বলে। আর রিকায (**رِكَاز**) শব্দটি এ দুপ্রকারের সম্পদকেই বুঝায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী,[৪২] **وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ** -'আর রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।' খনিজ সম্পদ (**مَعْدِن**) ও এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।[৪৩]

খ. ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফি'ঈ (র) ও হিজাযের সাধারণ ফকীহগণের মতে, মা'দিন (**مَعْدِن**) তথা খনিজ সম্পদ রিকায (**رِكَاز**) নয়; বরং প্রাচীন যুগ থেকে মাটির গর্ভে পুঁতে রাখা সম্পদই হচ্ছে রিকায (**رِكَاز**)। যেমন- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ[৪৪]

-'চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মৃত্যুবরণ করলে মালিক) দায়মুক্ত। আর রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।'

উপর্যুক্ত হাদীসে মা'দিন (**مَعْدِن**) ও রিকায (**رِكَاز**)-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তাই বলা যায় যে, মা'দিন (**مَعْدِن**) থেকে রিকায (**رِكَاز**) ভিন্ন ও স্বতন্ত্র জিনিস।[৪৫]

গ. ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, মা'দিন (**مَعْدِن**) এবং রিকায (**رِكَاز**)-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, অপরিহার্যতা এবং অস্তিত্বহীনতা। মা'দিন (**مَعْدِن**) হলো তা বের

করার জন্য কাজের যোগান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন অনুভব করা হয়, যা রিকায (**رِكَاز**)-এর বিপরীত। আর তা স্বভাবগত পন্থায় চলমান থাকে।[৪৬]

ঘ. মাজদুদ্দীন আল-ফীরূযাবাদী (র) (৭২৯-৮১৭ হি.) *আল-কামূসুল মুহীত* অভিধানে বলেন,
الرِّكَازِ: هو ما رَكَزَهُ اللهُ تعالى في المَعادِنِ، أي: أَحْدَثَهُ، كالرَّكيزَةِ، ودَفينُ أهلِ الجاهِلِيَّةِ، وقِطَعُ الفِضَّةِ والذَّهبِ من المَعْدِنِ.[৪৭]
-'রিকায (**رِكَاز**) হলো তা-ই, যা আল্লাহ্ তা'আলা সঞ্চিত করে রেখেছেন। অর্থাৎ খনির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর মা'দিন (**مَعْدِن**) হলো ইসলাম পূর্ব যুগের প্রোথিত সম্পদ এবং খণ্ডাকারে স্বর্ণ ও রৌপ্য।'

মতভেদপূর্ণ এ সকল মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ইব্নুল আছীর (র) বলেন, হিজাযবাসীদের মতে রিকায (**رِكَاز**) হলো, ইসলাম পূর্ব যুগে লোকদের কর্তৃক ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ। আর ইরাকবাসীদের মতে, রিকায (**رِكَاز**) হলো খনিজ সম্পদ। দুটি অর্থই ভাষাসম্মত। কেননা দুটি-ই মাটির তলায় স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত।[৪৮]

খনিজ সম্পদের নিসাব

খনিজ সম্পদে নিসাব নির্ধারণের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, খনিজ সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন নিসাব নির্ধারিত নেই। অর্থাৎ যে পরিমাণ খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা হবে, সে পরিমাণ খনিজ দ্রব্যের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। কেননা তা রিকায। আর এ প্রসঙ্গের হাদীস সাধারণ অর্থ ব্যক্ত করে। খনিজ সম্পদে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত নেই। অতএব তার কোন নিসাবও নেই, যেমন রিকাযের নিসাব নেই।

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র), ইমাম মালিক (র), ইমাম আহমাদ (র), ইসহাক (র) ও তাঁদের অনুসারীগণের মতে, খনিজ সম্পদে নিসাব নির্ধারিত হবে। আর তা হচ্ছে উৎপন্ন জিনিসের মূল্য নগদ সম্পদের নিসাব মূল্যের সমান হলে তার উপর যাকাত ধার্য হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব পর্যায়ে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেসবের সাধারণ অর্থকেই তাঁরা দলীল হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন- পাঁচ আওকিয়ার কমে রৌপ্যে ও বিশ মিছকালের কমে স্বর্ণে যাকাত ধার্য হবে না।[৪৯] সুতরাং খনিজ সম্পদেও নিসাব নির্ধারিত হবে। তবে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত থাকবে না।[৫০]

ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, নিসাব নির্ধারণের শর্ত আরোপের অর্থ এই নয় যে, একেবারে যা পাওয়া যাবে, তার নিসাব হয় কি-না? তা দেখতে হবে। বরং বহুবারে যা পাওয়া যাবে তা একত্রিত করে পরিমাণ ধরতে হবে। কেননা খনিজ সম্পদ এভাবেই উদ্ধার ও উত্তোলিত হয়ে থাকে। আর কৃষি ফসল থেকে লব্ধ সম্পদে যাকাতের হিসাবও অনুরূপভাবেই করা হয়।[৫১]

খনিজ সম্পদে যাকাতের বিধান

খনিজ সম্পদে কী পরিমাণ যাকাত প্রদান আবশ্যক? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান আবশ্যক।[৫২] এ মতের স্বপক্ষে দলীলসমূহ নিম্নরূপ:

এক. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[৫৩]

-'আর তোমরা জেনে রাখ, গনীমতরূপে তোমরা যা কিছু পাও, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।' আর ভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদও গনীমতের মালের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ভূমি ও ভূমিতে যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন, তা কাফিরদের দখলে ছিল; কিন্তু তা বিজিতরূপে মুসলমানদের হাতে আসলে তাদের জন্য এ সবকিছুই গনীমতের সম্পদ হয়ে যায়। গনীমতের চার-পঞ্চমাংশ প্রাপ্ত সম্পদ ব্যক্তির জন্য এবং এক-পঞ্চমাংশ সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। যেমন উপর্যুক্ত বর্ণিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এজন্যই খনিজ সম্পদেও এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র তা'আলার জন্য ওয়াজিব হবে।

দুই. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ[৫৪]

-'চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মৃত্যুবরণ করলে মালিক) দায়মুক্ত। আর রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।'

তিন. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ؛ فَقِيلَ لَهُ: مَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ،[৫৫]

-'আর ভূ-গর্ভস্থ সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ কী? তিনি বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য, যা ভূমি সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ্ তা'আলা ভূমিতে গচ্ছিত রেখেছেন।'

চার. খনিজ সম্পদের সম্পূর্ণ অঞ্চলটি কাফিরদের দখলে ছিল; কিন্তু তা বিজিতরূপে মুসলমানদের হাতে আসলে তারা তা গনীমতে রূপান্তর করে। আর গনীমতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। এজন্য খনিজ সম্পদেও আল্লাহ্র তা'আলার অংশ হিসেবে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র), ইমাম আহমাদ (র) ও ইসহাক (র)-এর মতে, খনিজ দ্রব্যে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত ওয়াজিব।[৫৬] এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো:

এক. রাবী'আ ইব্ন আবী 'আব্দির রহমান (র) থেকে একাধিকজন বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ. وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ. فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكَاةُ[৫৭]

-'রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফুর'আ অঞ্চলে অবস্থিত কাবলিয়্যা খনিসমূহ বিলাল ইব্নুল হারিছ আল-মুযানীকে জায়গীর হিসেবে দিয়েছিলেন। তা থেকে অদ্যাবধি যাকাত ব্যতিত অন্য কিছু গৃহীত হয় না।'

আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, খনিজ দ্রব্যে যাকাতের নিসাব ওয়াজিব হয়।

দুই. এসব খনিজ দ্রব্য মালিকানামুক্ত সম্পদ। সুতরাং যে সর্বাগ্রে তা পাবে, তারই অধিকার তাতে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর মালিকানামুক্ত সম্পদের উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হয় না। যেমন- সর্বাগ্রে যে শিকার কারো হস্তগত হয়, তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হয় না। তদ্রূপ এক্ষেত্রেও প্রাপ্ত খনিজ দ্রব্যের উপর এক-পঞ্চমাংশ কিংবা অন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না।

জবাব: এ মতের সমর্থনে উপস্থাপিত প্রথম দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন, বিলাল ইব্নুল হারিছ আল-মুনাযী (রা) সম্পর্কিত হাদীসটি মুনকাতি'[৫৮]। আর দলীল হিসেবে এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

আর দ্বিতীয় দলীলের জবাবে বলা হয়েছে, শিকারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা শিকার করার পূর্বে তা কখনো কারো দখলে ছিল না। সুতরাং কোন মুসলমান তা হস্তগত করার ফলে গনীমতরূপে গণ্য হবে না। আর গনীমত না হওয়ার কারণে শিকারের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশও ওয়াজিব হবে না।

গ. ইমাম শাফি'ঈ (র) আরও বলেন, খনিজ সম্পদ উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম, অর্থ ব্যয় ও কষ্টের উপর ভিত্তি করে যাকাত নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ নিয়োজিত শ্রম ও কর্মের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ যদি অধিক হয়, তাহলে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত আবশ্যক। আর তার তুলনায় উৎপাদন যদি কম হয়, তাহলে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।[৫৯]

ঘ. ইমাম মালিক (র) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, খনিজ সম্পদ দুধরনের। একপ্রকার খনিজ সম্পদ হলো, যার উৎপাদনে যথেষ্ট শ্রম বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সে সম্পর্কে সর্বসম্মত মত হচ্ছে, তাতে যাকাত ব্যতিত আর কিছুই ধার্য হবে না। অর্থাৎ এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ যাকাত আবশ্যক হবে। অপর ধরনের খনিজ সম্পদে শ্রম প্রয়োজনীয় নয়। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক (র)-এর দুটি মত পরিলক্ষিত হয়। কখনো বলেছেন, তাতে যাকাত ফরয হবে। অর্থাৎ এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ, যেমন নগদ সম্পদে ধার্য হয়। আবার কখনো বলেছেন, তাতে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ধার্য হবে।[৬০]

উপর্যুক্ত মতসমূহের মধ্যে প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা এ মতের স্বপক্ষে শরী'আতের সুস্পষ্ট দলীলসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান আবশ্যক।

যে সকল বস্তু খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত

ভূ-গর্ভের সকল বস্তু খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত কি-না? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, ভূমি থেকে প্রাপ্ত সকল প্রকার খনিজ, যা বিভিন্নভাবে ঢালাই করা যায়, তাতে যাকাত আবশ্যক। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য। পক্ষান্তরে তরল জমাটবাঁধা খনিজ সম্পদ, যা ঢালাই করা যায় না, তার উপর কোন কিছুই ধার্য হবে না। তাঁরা অবশ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর কিয়াস করেই এ মত ব্যক্ত করেছেন। কেননা এ দুটির উপর তো নিঃসন্দেহে ও সর্বসম্মতভাবে যাকাত ফরয হয়েছে অকাট্য দলীল ও ইজমার ভিত্তিতে। অতএব তাঁদের মতে, অন্যান্য জিনিস সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যা আগুনে উত্তপ্ত করে ঢালাই করা যায়, তার উপর যাকাত ফরয।

খ. ইমাম শাফি'ঈ (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে, খনিজ দ্রব্যের মধ্যে শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত ফরয।

গ. ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, যা ঢালাই করা যায় এবং যা ঢালাই করা যায় না, তার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। অতএব মাটির নীচ থেকে যা কিছু উত্তোলন করা হবে এবং যার সামান্য পরিমাণ হলেও মূল্য রয়েছে, তার উপরই যাকাত ফরয হবে। তা জমাটবাঁধা হোক- যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, সীসা, তামা, লবণ ইত্যাদি অথবা তরল প্রবাহমান হোক- যেমন- তৈল, পেট্রোল, সালফার ইত্যাদি।[৬১] আল-মুগনী গ্রন্থকার ইব্ন কুদামাহ (র) এ মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করে বলেন,

এক. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾[৬২]

-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।' এ আয়াতের সাধারণ অর্থই আমাদের দলীল।

দুই. তরল পদার্থও যেহেতু খনিজ সম্পদ। সুতরাং তা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের উপর অবশ্যই যাকাত ধার্য হবে। যেমন- স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত ফরয।

তিন. তৈল, পেট্রোল, সালফার প্রভৃতি সম্পদ বিধায় এর উপরও এক-পঞ্চমাংশ যাকাত আবশ্যক।

ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, ইমাম আহমদ (র)-এর মতটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। খনিজ সম্পদ বলতে যা বুঝায়, তা এই অর্থের সমর্থক। কেননা জমাটবাঁধা ও তরল পদার্থ-এর মধ্যে মৌলিকতার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। তেমনি পার্থক্য নেই, যা ঢালাই করা যায় এবং যা ঢালাই করা যায় না। এ সবগুলোই মহামূল্যবান সম্পদ এবং মানুষের জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়।[৬৩]

জমির পার্থক্যভেদে খনিজ সম্পদে যাকাতের পরিমাণ

খনিজ সম্পদের জমি কয়েক প্রকারে বিভক্ত। যেমন- প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ হয়তো মুসলিম অধ্যুষিত কোন ভূমিতে প্রাপ্ত হবে কিংবা অমুসলিম অধ্যুষিত কোন ভূমিতে প্রাপ্ত হবে। এর প্রত্যেকটিই আবার তিন ধরনের হতে পারে। হয়তো তা কারো বাড়িতে পাওয়া যাবে কিংবা মালিকানাধীন কোন জমিতে পাওয়া যাবে অথবা মালিকানাহীন কোন জমিতে পাওয়া যাবে। নিম্নে এ সকল অবস্থার বিধান সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

এক. ইসলামী রাষ্ট্রে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের বিধান

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ তিন রকমের জমিতে পাওয়া যেতে পারে। নিজ বাড়িতে কিংবা নিজ মালিকানাধীন জমি অথবা মালিকানাহীন কোন জমিতে। নিম্নে এ তিন প্রকার জমিতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদে যাকাতের বিধান উল্লেখ করা হলো।

১. নিজ বাড়িতে প্রাপ্ত খনিজে যাকাতের পরিমাণ

নিজ বাড়িতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদে কীরূপ যাকাত প্রদান করা হবে? সে ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

ক. ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, নিজ বাড়িতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ[৬৪]

-'চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মৃত্যুবরণ করলে মালিক) দায়মুক্ত। আর রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।'

উপর্যুক্ত হাদীসটি ব্যাপক অর্থবোধক। এখানে জমি ও বাড়ির মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এজন্য সাধারণভাবে খনিজ সম্পদের উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। চাই তা ভূমিতে প্রাপ্ত হোক কিংবা নিজ বাড়িতে প্রাপ্ত হোক।

খ. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, নিজ বাড়িতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদে কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। কারণ এই প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ সৃষ্টিগতভাবে বাড়ির জমির একটি অংশবিশেষ। আর বাড়ির কোন অংশের উপর খারাজ, 'উশর কিংবা অন্য কিছু ওয়াজিব হয় না। এজন্য এ খনিজ সম্পদের

উপরও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা অংশ সমষ্টির বিপরীত হয় না। আর মাটিতে প্রোথিত সম্পদ এর বিপরীত। কারণ তা জমির সাথে যুক্ত নয়।[৬৫]

২. মালিকানাধীন জমিতে প্রাপ্ত খনিজে যাকাতের পরিমাণ

মালিকানাধীন জমির খনিজ সম্পদে কীরূপ যাকাত প্রদান করা হবে? সে ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে প্রাপ্ত পদার্থ যদি খারাজী কিংবা 'উশরী ভূমি থেকে উত্তোলন করা হয়, তাহলে তাতে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান আবশ্যক।

খ. আবূ হানীফা (র)-এর মত সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, খনিজ সম্পদ যদি নিজ মালিকানাধীন জমিতে প্রাপ্ত হয়, তাহলে তার যাকাত সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে। এক. মাবসূতের বর্ণনা অনুযায়ী, এতে এক-পঞ্চমাংশ কিংবা কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না, যেমন স্বীয় বাড়িতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হয় না। দুই. জামি'উস্-সগীরের বর্ণনা মতে, এতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এখানে মালিকানাধীন জমি ও বাড়ির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এর কারণ হলো, জমির উপর 'উশর বা খারাজ ওয়াজিব হয়; কিন্তু বাড়ির উপর হয় না। তদ্রূপ জমিতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে; কিন্তু বাড়িতে প্রাপ্ত সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে না।[৬৬]

৩. মালিকানাহীন জমিতে প্রাপ্ত খনিজে যাকাতের পরিমাণ

মালিকানাহীন জমিতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ তিন ধরনের হতে পারে। আর এ তিন প্রকারের হুকুমও ভিন্ন। যেমন-

ক. খনিজ সম্পদে যদি ইসলামী আমলের কোন ছাপ থাকে, তাহলে তা হারানো জিনিসের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা ইসলামী কোন ছাপ থাকার কারণে তা মুসলমানদের সম্পদ বলে প্রতীয়মান হয়। আর মুসলমানদের সম্পদ গনীমতরূপে গণ্য হয় না।

খ. খনিজ সম্পদে যদি জাহিলী যুগের কোন ছাপ থাকে, তাহলে সর্বাবস্থায় এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। অর্জনকারী প্রাপ্ত বয়স্ক হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক, স্বাধীন হোক কিংবা গোলাম হোক, মুসলমান হোক অথবা যিম্মী হোক; প্রাপ্ত সম্পদ স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, সীসা কিংবা অন্য যেকোনো দ্রব্যই হোক না কেন এবং এ প্রোথিত সম্পদ নিজ মালিকানাধীন জমি কিংবা অন্যের মালিকানাধীন জমি অথবা মালিকানাহীন কোন পতিত জমিতে প্রাপ্ত হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।

গ. খনিজ সম্পদে যদি ছাপ অস্পষ্ট থাকে অর্থাৎ তা ইসলামী না জাহিলী যুগের তা নির্ণয় করা না যায়, তাহলে দুটি মত রয়েছে। যাহিরী মাযহাব অনুসারে এরূপ সম্পদ জাহিলী যুগের বলে গণ্য করা হবে। কেননা সেটাই মূল অবস্থা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের এ যুগে সেটি ইসলামী যুগের বলে ধর্তব্য হবে। কেননা ইসলামী যুগও প্রবীণ হয়ে গেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা কাফির কর্তৃক প্রোথিত নয়; বরং মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক প্রোথিত।[৬৭]

দুই. অমুসলিম রাষ্ট্রে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের বিধান

দারুল হারব তথা অমুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশকারী কোন ব্যক্তি যদি খনিজ সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তাহলে তা তিন রকমের জমিতে পাওয়া যেতে পারে। নিজ বাড়িতে কিংবা নিজ মালিকানাধীন জমি

অথবা মালিকানাহীন কোন জমিতে। নিম্নে এ তিন প্রকার জমিতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদে যাকাতের বিধান উল্লেখ করা হলো।

ক. দারুল হারবে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশকারী কোন ব্যক্তি কারো বাড়িতে ভূগর্ভস্থ বা খনিজ সম্পদ প্রাপ্ত হলে, তা উক্ত বাড়ির মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। কেননা বাড়িতে যা কিছু আছে তা তার মালিকের জন্যই নির্ধারিত। এছাড়া বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বেঁচে থাকার জন্যও এরূপ করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾[৬৮]

-'হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

فِي الْعُهُودِ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ[৬৯]

-'অঙ্গীকার-চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'

খ. দারুল হারবে প্রাপ্ত ভূগর্ভস্থ সম্পদ যদি কারো মালিকানাধীন জমি থেকে উত্তোলন করা হয়, তাহলে তা উক্ত জমির মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে।

গ. দারুল হারবে প্রাপ্ত ভূগর্ভস্থ সম্পদ যদি মালিকানাহীন কোন জমি থেকে উত্তোলন করা হয়, তাহলে সেটা প্রাপকেরই হবে। কেননা তা বিশেষভাবে কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন নয়। সুতরাং তা বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য হবে না। আর এতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা সে গোপনে হস্তগতকারীর পর্যায়ভুক্ত। মুহাজিরের ন্যায় প্রকাশ্যে হস্তগতকারীর ন্যায় নয়।[৭০]

অন্যান্য খনিজ পদার্থের যাকাত

উপরোল্লিখিত খনিজ পদার্থ ব্যতিত আরও কতিপয় খনিজ পদার্থে যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ মত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

এক. পাহাড়ে প্রাপ্ত খনিজের যাকাত

হানাফী ফকীহগণের মতে, ফিরোজা পাথর, শক্ত সুরমা, ইয়াকূত প্রভৃতি যা পাহাড়ে পাওয়া যায়, তাতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব নয়।[৭১] কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

لَا خُمُسَ فِي الْحَجَرِ[৭২]

-'পাথরের উপর এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত) আবশ্যক নয়।'

তবে পারদের[৭৩] উপর যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শেষোক্ত মত ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, পারদের উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, পারদের উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব নয়।[৭৪]

দুই. মুক্তা ও আম্বরের যাকাত

মুক্তা[৭৫] ও আম্বরে[৭৬] যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, এগুলোতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয় না। জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ (রা) বলেন,

لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِغَنِيمَةٍ، وَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُخَمَّسُ،[৭৭]

-'আম্বর গনীমত নয়। তা যে পাবে, তারই হবে। আবূ 'উবায়দ বলেন, অর্থাৎ তাতে গনীমতের ন্যায় এক-পঞ্চমাংশ ফরয হবে না।'

ইব্ন 'আব্বাস (রা) (৩ হি.পূ.-৬৮ হি.) বলেন,

لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ خُمُسٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ[৭৮]

-'আম্বরে এক-পঞ্চমাংশ আবশ্যক নয়। কেননা তা এমন জিনিস, সমুদ্র যাকে উপরে উৎক্ষিপ্ত করেছে।'

খ. ইমাম আবূ ইউসুফ (র), হাসান বসরী (র) (২১-১১০ হি.), ইব্ন শিহাব যুহরী (র) (৫৮-১২৪ হি.) প্রমুখের মতে, মুক্তা, আম্বর এবং সমুদ্র থেকে আহরিত সকল ভূষণের উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। কেননা 'উমার (রা) আম্বর থেকে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত,

كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ عَنْبَرَةٍ وُجِدَتْ عَلَى السَّاحِلِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِهِ: إِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَفِيهِ الْخُمُسُ.[৭৯]

-'তিনি সমুদ্র তীরে প্রাপ্ত আম্বরের বিধানের ব্যাপারে 'উমার (রা)-এর নিকট চিঠি লিখেন। 'উমার (রা) উত্তরে লিখেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সম্পদ। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি দান করেন। আর এতে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।'

হাসান (র) বলেন,

فِي الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ وَذَلِكَ اللُّؤْلُؤُ[৮০]

-'আম্বরে এক-পঞ্চমাংশ আবশ্যক। কেননা তা মুক্তা (সদৃশ)।'

এ সকল বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয় যে, আম্বরের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। আর মুক্তার ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি কিয়াসের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়। কেননা সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত আম্বরের ক্ষেত্রে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। তদ্রূপ সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত মুক্তা ও অন্য সকল ভূষণের উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে।[৮১]

গ. ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে, খনিজ সম্পদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে উপরিউক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ কষ্ট ও ব্যয়ের পার্থক্যের দৃষ্টিতে ধার্য হকের পরিমাণও কম-বেশি হয়ে থাকে। কখনো তা এক-পঞ্চমাংশ হতে পারে। আবার কখনো এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ হতে পারে।[৮২]

আবূ 'উবায়দ (র) (১৫৭-২২৪ হি.) বলেন, সামুদ্রিক সম্পদের উপর কিছুই ধার্য না হওয়ার মতটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কেননা নবী করীম (সা)-এর যুগেও সমুদ্র থেকে বহু জিনিসই উত্তোলিত হতো; কিন্তু তা থেকে কিছু গ্রহণ করার কোন সুন্নাত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এছাড়া তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশিদীন থেকেও সহীহভাবে বর্ণিত কিছুই পাওয়া যায়নি। তাই আমরা মনে করছি যে, তা সম্পূর্ণ ক্ষমা করা হয়েছে।[৮৩]

তিন. সামুদ্রিক মাছের যাকাত

যখন বড় আকারের যৌথ কোম্পানীর ভিত্তিতে মৎস্য শিকার করার কাজ করা হয় তখন তাতে যাকাত ধার্য হওয়া থেকে মুক্ত রাখা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। যেমন- খনি ও ক্ষেত-খামারকে রাখা হয়নি। তবে সামুদ্রিক মাছে যাকাত ধার্যের পরিমাণ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

ক. ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, শিকার করা মাছের মূল্যের পরিমাণ যদি দুইশ দিরাহম হয়, তাহলে তাতে নগদ সম্পদের ন্যায় যাকাত আবশ্যক হবে। অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আবশ্যক হবে।[৮৪] আবূ 'উবায়দ (র) ইউনুস ইব্ন 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, 'উমার ইব্ন 'আব্দিল 'আযীয (৬১-১০১ হি.) (র) আম্মানে নিযুক্ত তাঁর কর্মচারীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন,

أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ السَّمَكِ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ[৮৫]

-'শিকার করা মাছের মূল্যের পরিমাণ দুইশ দিরাহম পর্যন্ত না পৌঁছলে, সে বাবদ কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। নগদ সম্পদের নিসাবও তাই। এই পরিমাণ হলে তা থেকে যাকাত গ্রহণ করতে হবে।'

খ. ইমামিয়া সম্প্রদায়ের মতে, এতে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা তাদের মতে, তা গনীমতের মালের ন্যায়। আর গনীমতের মালে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্ধারিত।[৮৬]

খনিজ সম্পদের যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র

খনিজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, খনিজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যয়ক্ষেত্র হলো 'ফাই' সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র। ফাই (**الفئ**)-এর ব্যয়খাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[৮৭]

-'আল্লাহ্ জনপদবাসীর কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র, রাসূল ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যেন তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই কেবল ধনৈশ্বর্য পুঞ্জীভূত না হয়। আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।'

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে ইব্ন কাছীর (র) বলেন, ফাই-এর মাল যে পাঁচ জায়গায় খরচ করা হবে, গনীমতের মাল খরচ করার জায়গাও এই পাঁচটি।[৮৮]

খ. ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে, খনিজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ব্যয়ক্ষেত্র হলো যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ। অর্থাৎ যাকাত ব্যয়ের আটটি ক্ষেত্রের যেকোনো একটি ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা যাবে।

গ. ইমাম শাফি'ঈ (র) থেকে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয়। একটি মতে, যদি এক-দশমাংশের এক-চর্তুথাংশ ধার্য হয়, তাহলে যাকাতের ব্যয় ক্ষেত্রেই তা ব্যয় করা হবে। অন্য মতে বলা হয়েছে, তার উপর এক-পঞ্চমাংশ ধার্য হলে তার ব্যয়ক্ষেত্র হবে 'ফাই' সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র।[৮৯]

এ মতপার্থক্যের ভিত্তিতে যারা একে যাকাত মনে করেননি, তাঁরা এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ফরয করেছেন যিম্মীর উপর, যদি সে খনিজ সম্পদ লাভ করে। কেননা যিম্মীর উপর তো যাকাত ফরয হতে পারে না। যাকাত তো ইবাদত পর্যায়ের কাজ। আর যিম্মী এ ইবাদতের অধিকারী নয়। অনুরূপভাবে যারা একে যাকাত গণ্য করেননি, তাঁরা তা আদায় করণে নিয়্যতের শর্ত করেননি। কিন্তু অন্যরা নিয়্যতের শর্ত করেছেন। কেননা তা একটি ইবাদত। আর ইবাদতে নিয়্যত আবশ্যক বিধায় তা ব্যতিত ইবাদত গৃহীত হয় না।[৯০]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, রিকায ও মা'দিন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। আর এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় স্বরূপ যাকাত প্রদান করা প্রয়োজন। যাকাতের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা আদায়ের পাশাপাশি ব্যক্তির সম্পদ পরিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। এতদ্ব্যতিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। যাকাত একটি আর্থিক ইবাদত হলেও এর উপযোগিতা ও তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। যাকাতকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত হিসেবেও গণ্য করা হয়। এজন্য আল-কুরআনের বহু স্থানে নামায প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যাকাতের বিধানকে ইসলামে ফরয হিসেব সাব্যস্ত করা হয়েছে বিধায় রিকায ও মা'দিন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের করণীয় হলো, যথাসময়ে ইসলামী বিধান মোতাবেক যাকাত প্রদান করা।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-'উলূম* (বৈরূত: আল-মাতবা'আতুল-কাছূলীকিয়্যাহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩০৩; ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত: দারুন্-নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৩৩।

[২] ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল-'আরব*, ১৪শ খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৩৫৮; হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৩৮০-৩৮১; আশ্-শরীফ আল-জুরজানী, *আত্-তা'রীফাত* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১৪; সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./ ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১০৮৭।

[৩] Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of islam* (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 699.

[৪] Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 379.

[৫] আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-'আলা, ৮৭ : ১৪।

[৬] 'আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী, *আল-ফিক্হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩৬।

[৭] **কুরআন:** আল-কুরআন (**الْقُرْآن**) শব্দের আভিধানিক অর্থ, পঠিত। পরিভাষায় কুরআন বলতে বুঝায়, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি। দ্র. মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ* (করাচী: মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৪২৬।

[৮] **হাদীস:** হাদীস (**الحَدِيث**) শব্দের আভিধানিক অর্থ, নতুন। পরিভাষায়, নবী করীম (সা)-এর প্রতি সম্পৃক্ত তাঁর বাণী, কর্ম, মৌনসম্মতি অথবা গুণাগুণকে হাদীস বলা হয়। দ্র. মাহমূদ তাহহান, *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল-মা'আরিফ লিন-নাশরি ওয়াত্-তাওযী', ১০ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৭।

[৯] **ইজমা:** ইজমা (**الْإِجْمَاع**) শব্দের আভিধানিক অর্থ, ঐকমত্য হওয়া। পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল পুণ্যবান মুজতাহিদ কর্তৃক কোন দ্বীনি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। দ্র. *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ*, পৃ. ১৬০।

[১০] **কিয়াস:** কিয়াস (**الْقِيَاس**) শব্দের আভিধানিক অর্থ, অনুমান করা। পরিভাষায়, ইল্লাত ও হুকুমের মধ্যে শাখাকে মূলের সাথে অনুমান ও যাচাই করাকে কিয়াস বলা হয়। দ্র. *কাওয়া'ইদুল ফিক্হ*, পৃ. ৪৩৭।

[১১] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৪৩।

[১২] *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ২২৬।

[১৩] *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫০; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৪শ সংস্করণ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৫২০।

[১৪] *A Dictionary of Modern Written Arabic,* p. 357.

[১৫] *লিসানুল-'আরব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬।

[১৬] *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ৩০৯।

[১৭] ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (মিসর: মাকতাবাতুশ্-শুরূক আদ্-দাওলিয়্যাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৩৬৯।

[১৮] ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৪৩৩।

[১৯] *আত্-তা'রীফাত*, পৃ. ১১২।

[২০] *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ২২৬।

[২১] শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৩২৩।

[২২] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৬৭।

[২৩] ইব্‌ন কাছীর আদ্-দিমাশকী, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, তাহকীক: মুহাম্মাদ হুসায়ন শামসুদ্দীন, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ৫৩৫।

[২৪] বুরহান উদ্দীন 'আলী আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১০৬; ইব্‌ন কুদামাহ আল-মুকাদ্দিসী, *আল-মুগনী*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহিরাহ, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৪৮।

[২৫] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; নিযামুদ্দীন আল-বালখী, *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল-ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৩১০ হি.), পৃ. ১৮৪; জাবেদ মুহাম্মাদ, *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৫ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৭৪।

[২৬] মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (বৈরূত: দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবুন ফির্-রিকাযিল খুমুস, হাদীস নং ১৪৯৯।

[২৭] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫।

[২৮] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫।

[২৯] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬-১০৭; ড. ওয়াহবাহ আয্-যুহায়লী, *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (দিমাশক: দারুল-ফিক্‌র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৪৩৭; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫; সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩৭২।

[৩০] **ফাই:** ফাই (**الفئ**) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে **أفياء**, **فيوء**। এর আভিধানিক অর্থ, সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, ফাও, ছায়া ইত্যাদি। পরিভাষায়, বিনা যুদ্ধে কাফিরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে ফাই বলা হয়। দ্র. *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৩৫১।

[৩১] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬।

[৩২] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৮৮; *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৪৪০।

[৩৩] *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৪; *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, পৃ. ৯৭০।

[৩৪] *A Dictionary of Modern Written Arabic,* p. 598.

[৩৫] *লিসানুল-'আরব*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৯।

[৩৬] *কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ*, পৃ. ৪৯৫।

[৩৭] *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ৪৪০।

[৩৮] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩।

[৩৯] পূর্বোক্ত।

[৪০] পূর্বোক্ত।

[৪১] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৮৮।

[৪২] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুন ফির্-রিকাযিল খুমুস, হাদীস নং ১৪৯৯।

[৪৩] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২-৪৪৩।

[৪৪] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুন ফির্-রিকাযিল খুমুস, হাদীস নং ১৪৯৯।

[৪৫] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২।

[৪৬] ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল-মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ৩৬৫।

[৪৭] মাজদুদ্দীন আল-ফীরূযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত* (বৈরূত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ লিত্-তাবা'আতি ওয়ান্-নাশরি ওয়াত্-তাওযী', ৮ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫১২।

[৪৮] পূর্বোক্ত।

[৪৯] 'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন,

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

-'বিশ মিছকাল স্বর্ণের কমে এবং দুইশ দিরহামের কম পরিমাণে (রৌপ্যে) কোন যাকাত নেই।' দ্র. আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন 'উমার আদ্-দারা কুতনী, *সুনানুদ্-দারা কুতনী* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবুন ওজূবি যাকাতিয্-যাহাবি ওয়াল-ওয়ারাকি ওয়াল-মাশিয়াতি ওয়াছ্-ছিমারি ওয়াল হুবূবি, হাদীস নং ১৯০২।

[৫০] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।

[৫১] পূর্বোক্ত।

[৫২] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০।

[৫৩] সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৪১।

[৫৪] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুন ফির্-রিকাযিল খুমুস, হাদীস নং ১৪৯৯।

[৫৫] ইমাম আবূ ইউসুফ, *আল-খারাজ* (কায়রো: আল-মাকতাবাতুল আযহারিয়্যাহ লিত্-তুরাছ, তা.বি.), পৃ. ৩৩; 'উবায়দুল্লাহ আল-মুবারকপূরী, *মির'আতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বেনারস: ইদারাতুল বুহূছ আল-'ইলমিয়্যাহ ওয়াদ্-দা'ওয়াতি ওয়াল-ইফতা, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১৩১; *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৬।

[৫৬] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০।

[৫৭] মালিক ইব্‌ন আনাস, *আল-মুওয়াত্তা* (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত্-তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৬ হি./১৯৫৮ খ্রি.), কিতাবুয্-যাকাত, বাবুয্-যাকাতি ফিল-মা'আদিন, হাদীস নং ৮।

[৫৮] **মুনকাতি':** আল-মুনকাতি' (**اَلْمُنْقَطِع**) শব্দটি আল-ইনকিতা' (**الإِنْقِطَاع**) থেকে ইসম ফা'ইল (**اِسْمُ فَاعِل**)-এর সীগাহ, যা আল-ইত্তিসাল (**الإِتِّصَال**। বা সংযুক্ত থাকা)-এর বিপরীত। শব্দটির অর্থ, কর্তন বা ছেদনকারী। পরিভাষায়, যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। অর্থাৎ সকল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং সনদ থেকে রাবীর নাম কর্তন করা হয়েছে। আর এ কর্তন সনদের যেকোনো স্তর থেকে হতে পারে। দ্র. *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস*, পৃ. ৯৪।

[৫৯] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৬।

[৬০] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০; *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৫-৪৪০।

[৬১] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯; *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।

[৬২] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৬৭।

[৬৩] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯।

[৬৪] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবুন ফির্-রিকাযিল খুমুস, হাদীস নং ১৪৯৯।

[৬৫] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

[৬৬] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

[৬৭] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬-১০৭; *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫; *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

[৬৮] সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ১।

[৬৯] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১; আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাবিরতী, *আল-'ইনায়া শারহুল হিদায়াহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ২৩৮।

[৭০] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

[৭১] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১।

[৭২] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

[৭৩] **পারদ:** এটি একটি মৌলিক পদার্থ, যার প্রতীক Hg ও পারমাণবিক সংখ্যা ৮০। এটি একটি ভারী d-ব্লক মৌল এবং একমাত্র ধাতু, যা আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে তরল অবস্থায় থাকে।
দ্র. http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/inorganic/faq/why-is-mercury-liquid.shtml

[৭৪] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

[৭৫] **মুক্তা:** বসন্তকালে বৃষ্টির এক ফোটা যে ঝিনুকে পড়ে, তা-ই মুক্তা হয়। কেউ কেউ বলেন, ঝিনুক এক প্রকার প্রাণী, যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্তা সৃষ্টি করেন। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *আশরাফুল হিদায়া*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ১১৩।

[৭৬] **আম্বর:** এটি আরবী শব্দ। এর অর্থ, সামুদ্রিক ফেনা। কেননা সাগরের সৃষ্ট ফেনা থেকে আম্বরের জন্ম হয়। অতঃপর তা সমুদ্র তীরে ঢেউয়ের আঘাতে নিক্ষিপ্ত হয়। কাফী ও মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে, আম্বর একজাতীয় ঘাস, যা সমুদ্রে জন্মায়। আবার কেউ কেউ বলেন, আম্বর কোন সামুদ্রিক প্রাণীর বর্জ। আবার কেউ কেউ বলেন, আম্বর সামুদ্রিক ঘাস। কখনো কখনো মাছ তা খেয়ে ফেলে; কিন্তু বিস্বাদের কারণে তা বমি করে ফেলে দেয়। আর মাছ যদি তা গলাধঃকরণ না করেই ফেলে দেয়, তাহলে তা উন্নতমানের আম্বরে পরিণত হয়। দ্র. *আশরাফুল হিদায়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩; শামসুল আইম্মাহ আস্-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, ১১শ খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৪৯।

[৭৭] আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম আল-বাগদাদী, *কিতাবুল আমওয়াল* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), কিতাবুল খুমুসি ওয়া আহকামিহী ওয়া সুনানিহী, বাবুল খুমুসি ফীমা ইয়ুখরিজুল বাহরু মিনাল 'আম্বারি ওয়াল-জাওহারি ওয়াস্-সামাকি, রিওয়ায়াত নং ৮৮৪।

[৭৮] পূর্বোক্ত, কিতাবুল খুমুসি ওয়া আহকামিহী ওয়া সুনানিহী, বাবুল খুমুসি ফীমা ইয়ুখরিজুল বাহরু মিনাল 'আম্বারি ওয়াল-জাওহারি ওয়াস্-সামাকি, রিওয়ায়াত নং ৮৮৫।

[৭৯] *আল-'ইনায়া শারহুল হিদায়াহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০।

[৮০] *কিতাবুল আমওয়াল*, কিতাবুল খুমুসি ওয়া আহকামিহী ওয়া সুনানিহী, বাবুল খুমুসি ফীমা ইয়ুখরিজুল বাহরু মিনাল 'আম্বারি ওয়াল-জাওহারি ওয়াস্-সামাকি, রিওয়ায়াত নং ৮৮৭।

[৮১] *আল-হিদায়াহ ফী শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭; *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২-৪৫৪; *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫; *আশরাফুল হিদায়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১২-১১৩।

[৮২] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫।

[৮৩] *কিতাবুল আমওয়াল*, কিতাবুল খুমুসি ওয়া আহকামিহী ওয়া সুনানিহী, বাবুল খুমুসি ফীমা ইয়ুখরিজুল বাহরু মিনাল 'আম্বারি ওয়াল-জাওহারি ওয়াস্-সামাকি, রিওয়ায়াত নং ৮৯১।

[৮৪] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫-৪৫৬।

[৮৫] পূর্বোক্ত, কিতাবুল খুমুসি ওয়া আহকামিহী ওয়া সুনানিহী, বাবুল খুমুসি ফীমা ইয়ুখরিজুল বাহরু মিনাল 'আম্বারি ওয়াল-জাওহারি ওয়াস্-সামাকি, রিওয়ায়াত নং ৮৯০।

[৮৬] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬।

[৮৭] সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ৭।

[৮৮] *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৬।

[৮৯] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১; *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

[৯০] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১।